www.priofaridpur.com

অধ্যাপক এম এ সামাদ

১৯44 সালে

ফরিদপুর শহর

অধ্যাপক এম এ সামাদ হচ্ছেন ফরিদপুর জেলার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক। পিতার নাম নেহাজুদ্দিন মোল্লা।

এম এ সামাদ ১৯৬১ সালে ঢাকা আলীয় মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে ফাজেল পাশ করার পর ১৯৬২ সালে ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউট থেকে মাধ্যামিক পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি এ এবং ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন।

১৯৬৮ সালে ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনার মাধ্যমে পেশা জীবন শুরু করেন। ১৯৮৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অবসরের আগ পর্যন্ত রাজেন্দ্র কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর মুসলিম মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে ৫ বছর কর্মরত ছিলেন।

১৯৬৩-৬৪ সালে রাজেন্দ্র কলেজ ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ১৯৭৩-৭৫ পর্যন্ত এ সংস্থার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৭ সালে ‘ফরিদপুর মিউজিয়াম’ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৮-৮০ সালে ফরিদপুর শিল্পকলা একাডেমীর সম্পাদক ছিলেন। ২০০০-২০০৯ পর্যন্ত শেরে বাংলা সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮১ সালে ফরিদপুর মুসলিম মিশন এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ডা: জাহেদ মেমোরিয়াল শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ফরিদপুর ডায়বেটিক সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ফরিদপুর সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। হালিমা মুসলিম ছাত্রাবাসের সম্পাদক ছিলেন। ফরিদপুর হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা সাধারণ সম্পাদক। তিনি চকবাজার জামে মসজিদের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে শাহ ফরিদপুর মসজিদের সভাপতি আছেন। ১৯৬৩ সালে পুর্ব পাকিস্থান সিরাত মজলিশ কর্তৃক আয়োজিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় প্রতিযোগিতা থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তিনি ১৯৯১ সালে ফরিদপুর জেলার কলেজ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মনোনীত হন। ১৯৯৬ সালে সমাজসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইমাম গাজ্জালী তার গেবেষণা গ্রন্থ।

আকিদা ও আমলের বাংলা অনুবাদ ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ফরিদপুর জেলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত ‘গণমন’ সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন।

সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি জাতীয় স্বর্ণপদক পেয়েছেন।